A-PDF Black/White DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

পীর মুরীদ ও বায়আত

মহান রেযা দিবস '৯৯ উপলক্ষে প্রকাশিত

পীর, মুরীদ ও বায়আতঃ

একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মূলঃ ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন বেরলভী (রা)
অনুবাদঃ মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়

নিশান প্রকাশনী

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকালঃ ১২/৬/১৯৯৯ ইং

হাদিয়াঃ টাকা

মুদ্রণেঃ

এনামস প্রিন্টার্স

৩৯, জামে মসজিদ মার্কেট

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (১৮৫৬-১৯২১) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ছিলেন। একজন মুজাদ্দিদ হিসেবে তাঁর সংস্কারকর্ম নানা ধারা উপধারায় বিভক্ত। ইল্মে শরীয়ত ও ইল্মে তরীক্বতে তথা তাসাওউফের উপরও তাঁর সমান পদচারণা দেখা যায়। তরীক্বতের প্রায় তেরটি সিলসিলায় তাঁর বায়আত ও খিলাফত অর্জন ছিলো। ফলে তাসাওউফ শাস্ত্রের যাবতীয় পরিভাষা এবং এগুলোর বিধি প্রয়োগ ও কার্যকরণ সম্পর্কেও তিনি সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর যুগে তাসাওউফ চর্চার নামে এক শ্রেণীর মূর্খ ও শরিয়ত বিমুখ পীর ফক্বীরের অভির্ভাব তাঁকে ব্যতিগ্রস্থ করে তোলে। ফলে এ সব মূর্খ ও ভণ্ড তাসাওউফ পন্থী পীর, দরবেশদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের ঈমান আক্বীদা রক্ষায় তিনি যে বিপ্লবী ভূমিকা রেখে গেছেন, তা আজও সত্যসন্ধানীকে সত্যের দিশা দিয়ে চলছে। 'পরকালীন অশেষ কল্যাণ লাভ ও খোদায়ী শাস্তি হতে পরিত্রাণ পেতে হলে যে, কোন কামিল ব্যক্তি (তাসাওউফের পরিভাষায় পীর বা মুরশিদ) এর সহচার্য বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি তা' করেনি সে শয়তানের শিষ্য' -তাসাওউফের কতেক ইমামদের এ ধরনের উক্তিকে পুঁজি করে এবং এ সব উক্তির গভীরতায় না গিয়ে এক শেণীর ভন্ড পীর ও মুরশিদ এমন অনেক সরল সোজা ধার্মিক মুসলমানদেরকে শয়তানের শিষ্য করে ছাড়েন যারা আজও তাসাওউফের বায়আত গ্রহণ করেননি। যদিও এ সব লোকের অন্যান্য বায়আত অর্জিত আছে। তেমনি অনেক সাদাসিদা মুসলমানও এ সব প্রচারণা শুনে পরকালে আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি এবং সুখ ভোগ লাভের আশায়-এমন পীর মুরশিদের হাতে বায়আত গ্রহণ করে যে আদৌ পীর মুরশিদ হওয়ার যোগ্য নয়। ফলে পীরের হাতে বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞান্তে মহামূল্যবান ঈমান হারাতে বসে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষত তরীক্বতের পথের যাত্রীকে এ সবের উপর একটা মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত বলে মনে করি। আর ইমাম আহমদ রেযা (র) তাঁর *'আস সানিয়্যাতুল আনিক্বাহ ফী ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা'* গ্রন্থে ইলমে তাসাওউফের পীর, বায়আত, মুরিদ ইত্যাদি পরিভাষাগুলোর যে সুন্দর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন তা' প্রত্যেক মুসলমানকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম। পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ বলতে কি বুঝায়, কোন কল্যাণ অর্জনে কোন ধরনের পীর মুরশিদের শিষ্যত্ব প্রয়োজন, সত্যিকার পীর মুরশিদের মধ্যে কী যোগ্যতা থাকা দরকার- এ সবের একটা নিখুত চিত্র তুলে ধরা হয় অত্র গ্রন্থের ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তরে। এতদ বিষয়ে এটার মতো পরিপূর্ণ আলোচনা আর কোন গ্রন্থে নেই বলা চলে- যা স্বয়ং লেখকেরও দাবি। বর্তমান আমাদের তরীক্বত আকাশে যে কালো মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়েছে, ইমাম আহমদ রেযা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর এ লেখাটি সত্যসন্ধানীদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে, এ দৃঢ় মনোবল পোষণ করত এটার বঙ্গানুবাদ করার প্রয়াস পাই। সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনুবাদকে যথাসাধ্য সহজবোধ্য করার চেষ্টা করছি। আশা করি অনুবাদটা পাঠকের সুখপাঠ্য হবে।

অনুবাদক

এতে যা আছে

ফালাহ (দ্বীনি কল্যাণ) এর প্রকারভেদ	৬
মুরশিদ বা পীরের প্রকারভেদ	১৫
মুরশিদ-ই-ইত্তেসাল ও তার চারটি শর্ত	১৫
মুরশিদ-ই- ইসাল ও তার শর্ত	১৭
বায়আতের প্রকারভেদ	১৮
বায়আত-ই-তাবাররুক এর উপকারীতা	১৮
বায়আত-ই-ইরাদত এবং পীরকে কেমন মনে করতে হবে	২০
বায়আত হতে বিমুখ হওয়ার প্রকারভেদ	২৩
বার ফিরকার বর্ণনা, যাদের পীর শয়তান।	২৪
ফালাহ-ই-তাক্বওয়ার জন্য মুরশিদ-ই- খাস এর প্রয়োজন নেই	২৫
তরীক্বতের সার্বজনীন দাওয়াত দিতে নেই, আর প্রত্যেক লোক এটার উপযুক্ত নয়	২৬
বায়আত অস্বীকারকারীর বিধান।	২৭
ফালাহ-ই- ইহসান এর জন্য মুরশিদ-ই-খাস এর প্রয়োজন আছে	২৯
আয়াত-ই-ওয়াসীলা এর রহস্য	৩০
উপসংহার	৩১

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তির পীর ও মুরশিদ না থাকে, তবে সে দ্বীনি কল্যাণ অর্জন করতে পারবে কি, পারবে না এবং এতে কি তার পীর বা মুরশিদ শয়তান হবে, না নয়, কেননা আল্লাহ তা'আলা হুকম করেন 'তোমরা তাঁর পথে অসিলা অন্বেষণ কর।'

জবাবঃ- হাঁ! আওলিয়া-ই- কিরাম (কাদ্দাসানাল্লাহু বি আস্‌রারিহিম) এর বাণীতে এ প্রকার উক্তি পাওয়া যায়। আর অতিশয় আমি এ উক্তি দু'টিকে পবিত্র কুরআনের আলোকে প্রমাণ করতে প্রয়াস পাবো। প্রথমতঃ এ যে, *'পীর ছাড়া (দ্বীনি) কল্যাণ (ফালাহ্) অর্জন হয় না,* এতদ বিষয়ে হযরত সায়্যিদিনা শয়খুশ শায়ূখ শিহাবুল হক্ব ওয়াদ দ্বীন সুহরাওয়ার্দি কুদ্দিসা সিররুহু আ'ওয়ারিফুল মা'রিফ' গ্রন্থে বলেন-

سَمِعْتُ كَثِيْرًا مِنَ الْمَشَايِخِ يَقُوْلُوْنَ مَنْ لَمْ يَرَمُفْلِحًا لاَيُفْلِحُ

'আমি অনেক আওলিয়া-ই কিরামকে বলতে শুনেছি যে, যে কেহ (দ্বীনি) কল্যাণপ্রাপ্ত লোকের সান্নিধ্য অর্জন করেনি, সে কল্যাণের ভাগী হয় না"।

আ'ওয়ারিফ শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে,

رَوَى عَنْ اَبِىْ يَزِيْدِ اَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اُسْتَاذٌ فَامَامُهُ الشَّيْطَانُ

'সায়্যিদিনা বায়েজীদ বোস্তামী রাদ্বিআল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যার পীর নেই, তার ইমাম হলো শয়তান।'

ইমাম আবুল কাসিম কোশাইরী (রহঃ) কৃত 'রিসালা'তে আছে যে,

يجب على المريد ان يتارب بشيخ فان لم يكن له استاذ لايفلح ابداً هذا ابو يزيد يقول من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان-

'মুরিদের জন্য করণীয় যে, কোন পীরের দীক্ষা গ্রহণ করা। কারণ পীরহীন লোক কখনো দ্বীনি কল্যাণ লাভ করতে পারে না। আবু ইয়াজিদ এটাই বলেছেন যে, যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান।

অতঃপর তিনি আরো বলেন-

سمعت استاذا اباعلى الدقاق يقول الشجرة اذا انبتت بنفسها من غير غارس فانها تورق ولكن لاتثمر كذالك المريد اذا لم يكن له استاذ ياخذ منه طريقه نفسا فنفسا فهو عابد هواه لايجد نفاذا

আমি হযরত আলী দিক্কাক্ব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছি যে, বৃক্ষ যখন কারো রোপন করা ছাড়া নিজে নিজেই জন্মে, এতে পাতা হয়, কিন্তু ফল হয় না। তেমনি মুরিদের যদি কোন পীর না থাকে- যার কাছে এক একটি শ্বাস নিঃশ্বাসের নিয়মাবলী শিক্ষা লাভ করবে, তবে সে স্বীয় প্রবৃত্তির পুজারী, সে পথ পাবে না।

হযরত সায়্যিদিনা মীর আবদুল ওয়াহিদ বিলগিরামী কুদ্দিসা সিররুহু সবঈ সানাবিল শরীফ'- এ বলেন-

چوپیرت نیست پیرتست ابلیس
که راه دین زدست ازمکر وتلبیس

'যখন তোমার পীর নেই তবে তোমার পীর শয়তান, দ্বীনি পথে সে প্রতারণা ও ধোকায় পতিত করে।

তবে আওলিয়া-ই কিরামদের এ উক্তি দু'টি বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) এর প্রকারভেদঃ

আল্লাহর তাওফিকক্রমে বলছি যে, (দ্বীনি) কল্যাণ (ফালাহ) দু'প্রকার। প্রথমতঃ ফালাহ-ই নাক্বিস (অসম্পূর্ণ কল্যাণ) বা অসম্পূর্ণ পরিত্রান বা মুক্তি- যা আযাব ভোগ করার পর অর্জন হয়। এ রূপ মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য- যা আহলে সুন্নাতের আক্বীদাহর অন্তর্ভুক্ত। আর এ প্রকার মুক্তির জন্য কোন বায়আত ও মুরিদ হওয়ার উপর নির্ভর নয়। এ

জন্য শুধু নবীকে মুরশিদ হিসেবে জানাটাই যথেষ্ট। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন দূরবর্তী পাহাড় বা নাম ঠিকানাহীন জনশূন্য দ্বীপে বসবাসকারী যার কাছে নবুয়্যতের কোন খবরই পৌছেনি আর দুনিয়া হতে শুধু তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করেছে শেষ পর্যন্ত এ প্রকার লোকের জন্যও এ দ্বীন কল্যাণ (ফালাহ) প্রমাণিত। যেমন সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, হাশরবাসী অন্যান্য নবী থেকে নিরাশ হয়ে আমার সমীপে উপস্থিত হবে। তখন আমি বলবো আজ আমিই এ শাফআতের জন্য আদিষ্ট। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট (শাফাতের জন্য) অনুমতি চাইবো। তিনি আমাকে অনুমতি দেবেন। তখনই আমি সিজদায় পড়বো। (এ সিজদা হলো শাফাত-ই- কুবরার চাবিকাঠি, যদ্বারা শাফাতের দরজা খোলা হবে) তখন আল্লাহর পক্ষ হতে এরশাদ হবে-

يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَه وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

হে হাবীব! শির উঠাও! বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। আর চাও, তোমাকে প্রদান করা হবে। এবং শাফাত কর, তোমার শাফাত কবুল করা হবে। অতঃপর আমি আরয করবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত, আমার উম্মত। (অর্থাৎ আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার শাফাত কবুল করুন!) তখন আল্লাহ বলবেন যান! যার অন্তরে অত্যল্প ঈমান আছে তাকে দোযখ থেকে বের করে নিন। তাদেরকে বের করে আমি পুনঃবার (আল্লাহর সমীপে) উপস্থিত হবো, সিজদা করবো। আবার বলা হবে যে, হে হাবীব! শির উঠাও, আর বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে, চাও, প্রদান করা হবে; শাফাআত কর, কবুল করা হবে। তখন আমি আরয করবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত, আমার উম্মত। (অর্থাৎ তাদের হকে আমার শাফাআত কবুল করুন!) তখন এরশাদ করা হবে, যাও, যার হৃদয়ে রায় বরাবর ঈমান হবে, তাকে দোযখ হতে বের করে নাও। আমি তাদেরকে বের করে তৃতীয়বার (প্রভুর সমীপে) উপস্থিত হয়ে সিজদা করবো। তখন বলা হবে- হে হাবীব! শির উঠান! আর তুমি যা বলবে তা গৃহীত হবে, যা প্রার্থনা করবে প্রদান করা হবে, শাফাআত কর কবুল করা হবে। তখন আমি আরয করবো, হে আমার রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত (অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল

করুন!) তখন এরশাদ হবে, যার অন্তরে রায়ের দানা থেকেও অল্পের চেয়ে অল্প ঈমান আছে, তাকে বের করে নাও। আমি তাদেরকে (দোযখ হতে) বের করে চতুর্থবার (প্রভুর দরবারে) হাজির হবো এবং সিজদায় পতিত হবো। তখন প্রভুর পক্ষ হতে এরশাদ হবে, হে হাবীব! মাথা উত্তোলন করুন! এবং বল, তোমার অভিযোগ শ্রবণ করা হবে; চাও, তা দেয়া হবে, শাফাআত কর, তা গৃহীত হবে। তখন আমি আরয করবো প্রভু হে! আমাকে ঐ সব লোককে (দোযখ হতে) বের করার অনুমতি প্রদান করুন যারা আপনাকে এক বলে জেনেছে। তখন প্রভুর পক্ষ হতে এরশাদ হবে, এটা তোমার কারণে নয় বরং আমার ইয্যাত, জালাল ও বড়ত্ব এবং মহত্ত্বের শপথ, প্রত্যেক একত্ববাদীকে সেখান হতে বের করে নেবো।"

আমার মতে, এখানে তাদের ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআত অগ্রাহ্য করা নয় বরং এটা কবুল করার নামান্তর। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম- এর আরয করাতেই তো জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। এখানে শুধু এটা বলা হয়েছে যে, তাদের রিসালত দ্বারা উসিলা গ্রহণের সুযোগ হয়নি, বরং নিজ জ্ঞান বিবেক দ্বারা ঈমানের জন্য যেটুকু যথেষ্ট ছিলো (অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাস) সেটুকু বিশ্বাস করতেন। হাদীসের অর্থে আমি যে ব্যাখ্যা করেছি, এতে সুস্পষ্ট হলো যে, এটা ঐ সহীহ হাদিসের বিপরীত নয়, যাতে বলা হয়েছে যে,

ما ذالت لتردد على ربى فلا اقوم فيه مقاما الا شفعت حتى اعطانى الله من ذالك ان قال ادخل من امتك من خلق الله من شهد ان لا اله الا الله يوما واحد مخلصا ومات على ذالك-

"আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে আসা যাওয়ায় থাকবো, যে শাফাআতের জন্য আমি দণ্ডায়মান হবো, তা কবুল করা হবে। এমন কি আমার রব বলবেন যে, সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমার যতো উম্মত আছে, তাদের যে কেহ তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর মৃত্যু বরণ করেছে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।" ✪

✪ *ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ (সহীহ) সনদে হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে আলোচ্য হাদীস বর্ণনা করেন।*

উক্ত হাদীসে উম্মতের কথাই বলা হয়েছে, তাই হাদীসে বর্ণিত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, দ্বারা পুরো কালিমাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে,

شفاعتى لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا وان محمدا رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه

"আমার শাফাআত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট, যে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং আমার রিসালতের উপর এমন এক নির্ভেজালভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, যার মুখ অন্তরের অনুরূপ আর অন্তর মুখের অনুরূপ হবে। ✪

اللّهم اشهد وكفى بك شهيداً انى اشهد بقلبى ولسانى انه اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حنيفا مخلصا وما انا من المشركين والحمد لله رب العالمين

"হে প্রভু! আপনি সাক্ষী হোন! আর আপনার সাক্ষীই যথেষ্ট যে, আমি আপন অন্তর ও মুখে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ (উপাস্য) নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। সকল বাতিল ধর্ম হতে বিমুখ হয়েছি একনিষ্ঠ ইসলামপন্থী হয়ে আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়তঃ ফালাহ-ই- কামিল (فلاح كامل) বা পরিপূর্ণ মুক্তি যা হলো আযাব ভোগ করা ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করা। এটার দু'টি দিক আছে। প্রথমতঃ উকু (وقوع), দ্বিতীয়তঃ (اميد)

প্রথমতঃ উকু (وقوع) এটা আহলে সুন্নাতের মতে শুধু প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তিনি যাকে চান এমন দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) দান করেন। যদিও সে লক্ষ কবীরা গুনাহে দোষী হোক। আর তিনি চাইলে একটি সগীরাহ গুনাহেও পাকড়াও করতে পারেন যদিও তার লক্ষ পূর্ণকর্ম থাকুক না কেন। এটা হলো তাঁর ন্যায়পরায়নতা এবং উহা তাঁর করুনা ও দয়া। তিনি আল্লাহ যাকে চান ক্ষমা করেন, যাকে চান আযাব দেন।

✪ *ইমাম আহমদ মাসনাদ ও সহীহ ইবনে হাব্বান- এ আলোচ্য হাদীস বর্ণিত।*

হুযূর আক্‌দাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআত দ্বারা কবীরাহ গুনাহকারী এমন কল্যাণ (ফালাহ) লাভ করবেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে,

شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ

'আমার শাফাআত আমার উম্মতের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর হবে।'✪

প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশা করেছেন যে,

خيرت بين الشفاعة وبين ان يدخل شطر امتى لجنة فاخترت الشفاعة لانها اعم واكفى اترونها لمؤمنين المتقين لا ولكنها لمذ نبين المتلوثين الخطائين

'অর্থাৎ প্রভূ আমাকে বললেন, তোমাকে এ অধিকার দেয়া হলো যে, চাইলে শাফাআত নিতে পার, না হয় তোমার অর্ধেক উম্মতকে আযাব ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করাতে পার। আমি শাফাআতকে গ্রহণ করলাম, কেননা এটা অত্যং ব্যাপক এবং অত্যন্ত যথেষ্ট। তোমরা কি মনে করছ, আমার এ শাফাআত শুধুমা মুমিন মুত্তাকিনদের জন্য? না এটা নয় বরং উহা (শাফাআত) গুনাহগার পাপী উম্মতদের জন্য।'✪ ✪

✪ *এ হাদীস ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকিম ও বায়হাক হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন। আর বায়হাক বলেন এ হাদীস সহীহ। আর ইমাম তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকিম হযরত জাবি ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন। এবং তাবরানী মুআজামুল কবীর -এ আব্দুল্লাহ ইব আব্বাস হতে আর খাতীব কা'আব ইবনে উজরা হতে এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হ বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।*

✪ ✪ *এ হাদীস ইমাম আহমদ সহীহ সনদে এবং তাবরানী মু'আজামুল কবীর-এ উত্ত সনদে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে। আর ইবনে মাজা আ মুসা আশ্‌আরী হতে বর্ণনা করেন। (আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!)*

আর এ প্রকার দ্বীনী কল্যাণ (ফালাহ) ঐ লোকও অর্জন করবে, যার গুনাহ্‌কে পূণ্যকর্ম দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহকে পূর্ণকর্ম দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন আর আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়াবান।'

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হবে, এবং বলা হবে যে, তার ছোট ছোট গুনাহ তার সম্মুখে পেশ করুন আর বড়গুলো প্রকাশ করবে না। তখন তাকে বলা হবে, তুমি অমুখ অমুখ দিন এই এই কাজ করেছ? সে তা স্বীকার করবে এবং আর সে বড় গুনাহগুলো সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়বে। তখন এরশাদ হবে- তাকে প্রত্যেক গুনাহের স্থলে একটি করে নেকী দান কর। তখন সে বলে উঠবে, প্রভূ হে! আমার আরো অনেক গুনাহ আছে, উহাতো শ্রবণে আসেনি। এটুকু বলে হুযুর আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর সম্মুখস্থ দাঁত মুবারক প্রকাশ হয়ে পড়ে।" ✪

মূলকথা হলো যে, উক্ত (وقوع) এর জন্য ইসলাম এবং আল্লাহ ও রসূলের রহমত ছাড়া অন্য কিছুর শর্ত নেই।

দ্বিতীয়ঃ উম্মাঈদ (امید) অর্থাৎ মানুষের আমল, কর্ম, কথা ও অবস্থা এমন হওয়া যে, যদি উহার উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়, তবে আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমতে আযাব ছাড়াই জান্নাতে যাওয়ার দৃঢ় আশা করা যায়। এটা ঐ কল্যাণ (ফালাহ) যা তালাশ করার জন্য নির্দেশ আছে। কারণ মানুষের দ্বীন উপার্জন এটার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত।'

✪ এ হাদীস ইমাম তিরমিযী আবু যর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন।

আর এ প্রকার কল্যাণ (ফালাহ) দু' প্রকার

১। ফালাহ-ই- যাহের (فلاح ظاهر) বা বাহ্যিক কল্যাণ- যাকে 'ফালাহ-ই তাক্বওয়া'ও বলা হয়।

২। ফলাহ-ই- বাতিন (فلاح باطن) যাকে ফালাহ-ই- ইহসান'ও বলা হয়।

প্রথমতঃ ফালাহ-ই- যাহের (فلاح ظاهر) দ্বারা উদ্দেশ্য কখনো এ নয় যে শুধুমাত্র বাহ্যিক বেশভূষাধারী মুত্তাকি লোক- যার দৃষ্টি শুধু শরীয়তের বাহ্যিক আমল বা রীতি নীতির উপর নিবিষ্ট, যিনি বাহ্যিকভাবে শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা সুসজ্জিত এবং গুনাহ হতে পবিত্র আর নিজেকে একজন সফলকাম মুত্তাকির কাতারে দাড় করাতে সক্ষম হয়েছে, যদিও নিজের অভ্যান্তর ১) রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব), ২) ওজব (খোদপছন্দী), ৩) হাসদ (হিংসা), ৪) কিনা (দ্বেষ), ৫) তাকাবর (অহংকার), ৬) হুবেব মাদাহ্ (স্বীয় প্রশংসার মোহ), ৭) হুবেব জাহ (বিলাশ মোহ), ৮) মহব্বতে দুনিয়া (দুনিয়ার মোহ), ৯) তলবে শুহরাত (নিজ খ্যাতি চাওয়া), ১০) তা'আযীম-ই- উমরা (ধনাঢ্য ও শ্রেষ্ঠস্থানীয় লোককে সম্মান দেখানো), ১১) তাহক্বীর-ই- মাসাকীন (গরীবদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভাব), ১২) ইত্তেবা-ই- শাহ্ওয়াত (কামুকতার অনুসরণ।), ১৩) মদাহিনাত (খোশামোদ), ১৪) কুফরান-ই- নিআম (নিয়ামতের কুফরী), ১৫) হিরস- লোভ লালসা, ১৬) বুখল-কৃপণতা, ১৭) তোল-ই- আ'মল (বেশী কামনা), ১৮) সূউ-ই- যন (মন্দ ধারণা), ১৯) এনাদ-ই-হক্ব (সত্য হতে বিমুখ), ২০) এসরারে-ই- বাতিল (মিথ্যায় লিপ্ত থাকা), ২১) মকর (প্রতারণা), ২২) উযব (আপত্তি), ২৩) খিয়ানত (আত্মসাৎ করা), ২৪) গাফলাত (অমনোযোগিতা), ২৫) কাস্ওয়াত (পাষাণত্ব), ২৬) তাম'আ (লোভ), ২৭) তামাল্লুক (تملّق) (তোষামোদ), ২৮। ইতিমাদ-ই-খালক্ (সৃষ্টির উপর ভরসা), ২৯) নিসয়ান-ই- খালিক (স্রষ্টা হতে বিমুখ), ৩০) নিসয়ান-ই- মাওত (মৃত্যুর বিস্মৃতি), ৩১) জুরঅত আলাল্লাহ (আল্লাহ হতে নির্ভীকতা), ৩২) নিফাক্ব (কপটতা), ৩৩) ইত্তিবা-ই- শয়তান (শয়তানের অনুসরণ), ৩৪) বন্দিগীয়ে নফস (প্রবৃত্তির দাসত্ব), ৩৫) রুগবত-ই- বতালত (বেহুদাপনা), ৩৬) কারাহাত-ই- আমল (অপছন্দনীয় কাজের ঝোক), ৩৭)

কিল্লাত-ই-খাশয়ীত (খোদা ভীতির অপ্রতুলতা), ৩৮) জয'আ (অধৈর্য), ৩৯) 'আদমেখুশু (বিনয় নম্রতা না থাকা), ৪০) গযব-ই- লিন নাফস্ ওয়া তাসাহুল ফিল্লাহ (নফসের ক্রোধ ও আল্লাহ প্রতি অমনোযোগিতা) ইত্যাদি বিধংসী বিপদসমূহ দ্বারা অপবিত্র হয়ে আছে। যা এমন হলো যে, পায়খানার উপর রেশমী কাপড়ের তাবু যার উপরিভাগ সুসজ্জিত আর ভেতরে পায়খানায় পরিপূর্ণ। এ অভ্যান্তরিণ পঙ্কিলতা বাহ্যিক সাধুতাকে ঠিক থাকতে দেবে কি? সাধারণ লোকের কথা কি বলবো অনেক উলামা-ই- জাহির যদিও প্রকাশ্যে মুত্তাক্বি কিন্তু এ প্রকারই।

.........বরং ফালাহ-ই- যাহির হলো এই- যে, অন্তর ও শরীর উভয়ের উপর যতো খোদায়ী বিধান কার্যকর সর্বই মেনে চলবে, না কোন কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত হবে, না কোন সগীরাহ গুনাহ বারংবার করবে, নফসের খারাপ অভ্যাসগুলো যদি দূরীভূত না হয়, তবে তা হতে যথাসম্ভব সরে থাকবে, এটার অনুসরণ করবে না। যেমন যদি কারো অন্তরে কৃপনতা থাকে তা'হলো নাফসের উপর জবরদস্তি করে হাতকে (সকলের তরে) প্রসারিত ও উন্মুক্ত রাখবে। কারো প্রতি হাসদ বা হিংসা থাকলে ঐ ব্যক্তির অমঙ্গল চাইবে না- এভাবে সকল খারাপ রিপুর দমন করবে। এটা হলো জিহাদে আকবর- সর্বাপেক্ষা বড় জিহাদ। আর এটার পর পরকালে কোন পাকড়াও নেই, বরং আছে মহান প্রতিদান। হাদীস শরীফে আছে যে, হুযুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে,

ثلاث لم تسلم منها هذا الامة الحسد والظن والطيرة الاانبئكم بالمخرج منها اذ اظننت فلا تحقق واذا حسدت فلاتبغ واذا تطيرت فامض-

"তিনটি চরিত্র এ উম্মত হতে যাবে না তা'হলো, হিংসা, কুধারণা ও কুলক্ষণ। আমি তোমাদেরকে কি এটার চিকিৎসা বলবো না! কারো প্রতি খারাপ ধারণা আসলে তুমি তাকে সত্য মনে করে নিওনা, আর যদি হিংসার উদ্বেগ হয়, তা হলে তুমি তেমনটা চাইবে না। আর বদফালীর আশংকায় নিজ কর্ম থেকে বিরত থেকো না।"

এ হাদীস রাসতাত, কিতাবুল ঈমান এ ইমাম হাসান বসরী (মুরসাল হিসেবে) বর্ণনা করেন। আর ইবনে আদী মুত্তাসল সনদে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের অন্তরে হিংসা আসবে, তখন তার পেছনে ছুটবে না, আর যখন কারো প্রতি মন্দ ধারণা আসে, তবে তা জমিয়ে রাখবে না। আর কোন কাজে বদপালী বা অমঙ্গলের কারণ হতে পারে এ রকম ধারণা হলে তবে সে কাজ করা হতে বিরত থাক না। বরং আল্লাহর উপরই ভরসা কর। এটার অপর নাম 'ফালাহ-ই তাক্ওয়া' (فـــلاح تـقــوى) এ দ্বারা মানুষ নির্ভেজাল মুত্তাকিতে পরিণত হয়। আমি ফালাহ যাহির' এ অর্থে বলেছি যে, এতে যা করার, বা না করার আছে উহার সব বিধান সুস্পষ্ট ও দেদীপ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ 'ফালাহ-ই- বাতিন' হলো এমন (দ্বীনি) কল্যাণ, যা অন্তর ও দেহের যাবতীয় দুষ্ট প্রবৃত্তি এবং যাবতীয় আমিত্ব ও অহংকার হতে পবিত্র হয়ে শিরক-ই খফী বা গোপন শিরকও অন্তর হতে দূরিভূত করা দ্বারা লাভ করা যায়। এমন কি তখন সালিক এর হৃদয় লা-মাক্সুদা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই, লা-মাশহুদা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি নেই, 'লা- মাওজুদা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই- এ রহস্যে দীপ্তমান হয়ে উঠে। অর্থাৎ সালিকের হৃদয় তখন অন্যের ভাসনা হতে শূন্য হয়। অতঃপর অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও অস্তত্বহীন হয়ে পড়ে, তারপর তার হৃদয়ে শুধু একমাত্র আল্লাহর সত্ত্বাই বিরাজ করে, যেন মনে হয়, ওয়াজুদ (অস্তিত্ব) তাঁরই জন্য বাকী আছে। অন্য সব তাঁরই ছায়া ও প্রতিবিম্ব মাত্র। এটা প্রান্তিক ফালাহ- যা ফালাহ-ই- ইহসান নামেও অভিহিত। আর ফালাহ-ই- তাওয়াক্ব'তে তো আযাব হতে মুক্তি আর জান্নাতের প্রশান্তি রয়েছে। কারণ যাকে দোযখ হতে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে সে নিশ্চয় কল্যাণ (ফালাহ) লাভ করেছে। আর ফালাহ-ই- ইহসান উহার চেয়েও মহোত্তম। কারণ অ এমন কল্যাণ (ফালাহ) অর্জনকারীর জন্য আযাবের তো কোন উল্লেখই নেই, বরং কোন প্রকারের ভয় ও বিষন্নতাও তারেদ নিকট আসবে না। এ সব সফলকাম ব্যক্তিদের ব্যাপারে বলা হয়েছে-,

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের না কোন ভয় আছে, না কোন দুঃখ।'

অধিকন্তু এ সব দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) অর্জনের জন্য অবশ্যই পীর মুরশিদের প্রয়োজন আছে। হয় প্রথম প্রকার (ফালাহ-ই- তাকওয়া) হোক, বা দ্বিতীয় প্রকার (ফালাহ-ই- ইহসান)।

পীর বা মুরশিদের প্রকারভেদ

প্রথমতঃ মুরশিদ বা পীর দু'প্রকার। এক) মুরশিদ-ই আ'ম, দুই) মুরশিদ-ই খাস।

এক) মুরশিদ-ই আ'ম হলো আল্লাহ বাণী, রাসুলের বাণী, শরীয়ত ও রীক্বতের ইমামদের বাণী, সত্য ও সঠিক পথের দিশারী উলামা-ই-দ্বীনদের বাণী। । পরম্পরায় সর্বসাধারণ্যের পীর হলো উলামাদের বাণী, ইমামদের মুরশিদ হলো াসুলের বাণী আর রসুলের পেশোয়া হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। অতএব ালাহ-ই যাহির এবং 'ফালাহ বাতিন' অর্জনের জন্য এ মুরশিদ-ই- আ'মের নুসরণ ছাড়া সম্ভব নয়। যে কেহ এটা হতে পৃথক হয়, নিঃসন্দেহে সে কাফির বা থভ্রষ্ট আর তার সব ইবাদত ক্ষতি ও ধ্বংসে পর্যবসিত হবে।

দুই) মুরশিদ-ই খাস- এমন পীরকে বলে যার আক্বীদা ও আমল বিশুদ্ধ এবং নি বায়আতের সকল শর্তের ধারক ও বাহক-যার হাতে যে কোন লোক হাতে ত রেখে বায়আত গ্রহণ করেন। এ মুরশিদ-ই খাস- যাকে আমাদের ভাষায় ীর' ও 'শায়খ' বলে থাকি।

অতঃপর এ 'মুরশিদ-ই-খাস' আবার দু'প্রকার। যথাঃ প্রথমতঃ 'শায়খ-ই ত্তসাল' (شـيـخ اتـصـال) অর্থাৎ যার হাতে বায়'আত করাতে মানুষের সম্পর্ক ম্পরা হুযুর পুরনুর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ন্ত গিয়ে সংযুক্ত হয়। এ প্রকার পীরের জন্য চারটি শর্ত অপরিহার্য। যথা-

একঃ তরীক্বতের শায়খের সিলসিলা পরম্পরা সঠিক পন্থায় হুযুর আক্বদাস াল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, মধ্যখানে যেন কেহ দ পড়ে না যায়। কারণ বাদ পড়ার কারণে রসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি াসাল্লাম পর্যন্ত যোগসূত্র স্থাপন অসম্ভব।

কতেক লোক বায়আত ছাড়া বাপ-দাদা পীর হওয়ার সুবাধে উত্তরাধিকার সূত্রে রের আসনে বসে যান অথবা বায়আত ছিলো কিন্তু খিলাফত মিলেনি আর মতি ছাড়াই মুরিদ করা আরম্ভ করে দেয়, বা এমন সিলসিলা যার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করা হয়েছে- যাতে কোন ফায়য রাখা হয়নি লোকেরাও এতে অনুমতি ও লাফত দিয়ে দেন; বা মূলত সিলসিলাটা সঠিক ছিলো কিন্তু মাঝখানে কোন এমন ক আছে যার মধ্যে পীর হওয়ার অন্যান্য শর্তাদি না থাকার কারণে বায়আতের

উপরোক্তটা ছিলোনা- ফলে তার হতে সিলসিলার যে শাখা আরম্ভ হয়, তা হতে এটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে- এ সব পদ্ধতিতে এ বায়আত দ্বারা কখনো ইত্তেসাল না রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব নয়। মূলতঃ এটা ষাড় হতে দুধ বা বাজা গাভী হতে বাচ্চা কামনা করার মতো।

দুইঃ তরীক্বতের শায়খকে সুন্নী ও বিশুদ্ধ আক্বীদাধারী হতে হবে। বদমাযহাব, গোমরাহদের সিলসিলা শয়তান পর্যন্ত পৌঁছবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নয়। বর্তমানে অনেক প্রকাশ্য বেদ্বীনরা, এমনকি ওহাবীরা- যারা শুরু হতেই আউলিয়া-ই- কিরামকে অস্বীকারকারী ও তাদের শত্রু তারাও সরলমনা মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য পীর, মুরিদির জাল বিস্তার করে রেখেছে- তাদের ধোকা হতে হুশিয়ার! খবরদার! সাবধান! সাবধান!

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نباید داد دست

'অনেক শয়তান মানবাকৃতিতে রয়েছে, অতএব প্রত্যেকের হাতে হাত দেয় উচিত নয়।'

তিনঃ তরীক্বতের শায়খকে আলেম হতে হবে। অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন মতো ইল্‌মে ফিক্বাহ্‌র যথেষ্ট পারদর্শি হতে হবে, আহলে সুন্নাত- এর আক্বীদাগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। কুফর ও ইসলাম, গোমরাহী ও হিদায়তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনে খুব দক্ষ হতে হবে। অন্যথায় আজকে যদিও বদমাযহাব নয়, কিন্তু পরে পদচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। প্রবাদ আছে যে,

من لم يعرف الشر فيوما يقع فيه

'যে মন্দ সম্পর্কে অভিহিত নয় একদিন সে তথায় পতিত হয়।

আর এমন শত শত কথা ও কর্ম আছে যা দ্বারা কুফর সাব্যস্থ হয় আর মূ মূর্খতার কারণে তাতে আটকা পড়ে। কোন কথা ও কর্ম দ্বারা কুফর প্রকাশ পা প্রথমতো তা সে জানেও না, আর না জানার দরুন তাওবা করাও অসম্ভব হ দাড়ায়। ফলে নিজের অজান্তে কুফরের উপর ডুবে থাকে। আর (ভাগ্যক্রমে) কে যদি তার কুফর সম্পর্কে বলে দেয়, তবে নম্র ও ভদ্র মূর্খতো তাতে ভয়ও পায় আ তাওবাও করে নেয়। কিন্তু ঐ সাজ্জাদানশীন- যার পূর্ব পুরুষ পীর হওয়ার সুবা

নিজে হাদি ও মুরশিদ বনে বসে আছে তার হৃদয়ে তো বড়ত্ব ও অহংবোধ বিরাজ করছে, সে কী করে তার ভুল স্বীকার করবে। কুরআন-ই করিমের অবস্থা-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

'যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে 'লিপ্ত করে'।

আর যদি সে ভদ্রলোক হয় আর নিজের ভুলও মেনে নেয় তবে তখন তাওবা করে নেবে ঠিকই তবে তার কুফরী কথা ও কর্ম দ্বারা যে বায়আত বাতিল হয়ে গেছে এতে সে কি এখন নতুনভাবে অন্যের হাতে বায়আত গ্রহণ করবে, আর শাজরাও ঐ নতুন পীরের নামে দেবে কি? যদিও প্রথম পীরের খালীফা হয়। এটা তার নফস কিভাবে মেনে নেবে? আর না আজ হতে সিলসিলা বন্ধ করে মুরিদ করা ছেড়ে দেয়াতে রাজি হবে। বরং বাধ্যত সে ঐ বিচ্ছিন্ন সিলসিলাই জারি রাখবে। তাই এ কারণে পীরকে আহলে সুন্নাতের যাবতীয় আক্বীদার জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া অপরিহার্য।

চার- পীর যেন ফাসিক-ই- মুলঈন (লানাত প্রাপ্ত ফাসিক) না হয়। এ শর্ত ইত্তিসাল অর্জনের জন্য নির্ভরশীল নয় যে, (পীরের শাজরা) শুধু ফিস্‌ক ও ফজুর এর কারণে (সিলসিলার যোগসূত্র) রহিত হয় না। তবে পীরের সম্মান করা অপরিহার্য আর ফাসিককে অবজ্ঞা করা ওয়াজিব। আর উভয়ের সংমিশ্রণটা বাতিল।

দ্বিতীয়তঃ- 'শায়খ-ই-ইসাল' (شيخ ايصال) যার মধ্যে উপরোক্ত শর্তাদি থাকার সাথে সাথে যিনি নফসের ক্ষতিকারক বস্তু, শয়তানের প্রতারণা, কামনা-বাসনার ফাঁদ সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন, অন্যকে (মুরিদকে তরীক্বতের) প্রশিক্ষণ দিতে জানেন এবং নিজ মুরিদের উপর খুব স্নেহপরায়ণ যে তাকে তার দোষ ত্রুটি ধরিয়ে দেন এবং সংশোধনের পন্থা বলে দেন। আর তরিক্বতের পথ পরিক্রমায় যতো অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা' মীমাংসা করে দেন। যিনি শুধু সালিকও নয়, আবার শুধু মজযুবও নয়। আওয়ারিফ শরীফে বলা হয়েছে যে, শুধু 'সালিক' আর শুধুমাত্র 'মাজযুব' এরা উভয় পীরের উপযুক্ত নয়। কারণ প্রথমজন তো স্বয়ং এখনও (তরীক্বতের) পথে রয়েছে আর অন্যজন (মুরিদকে) প্রশিক্ষণ প্রদানে অমনোযোগী। বরং এ প্রকার পীরকে হয় 'মাজযুব-ই-সালিক' হতে হবে, না হয়

'সালিক-ই-মাজযূব'। তাদের মধ্যে প্রথমজনই সর্বোত্তম। কারণ উনি হলেন মু'রাদ আর ইনি মুরিদ।

বায়আত ও তার প্রকারভেদঃ

বায়আতও দু'প্রকার। যথা- ১। বায়আ'ত-ই-বরকত (بيعت برکت) ২। বায়আ'ত-ই-এরাদত (بيعت ارادة)

প্রথমতঃ বায়আত-ই-বরকত হলো শুধু তাবাররুক (বরকত লাভ) এর নিমিত্তে (তরীকতের) সিলসিলায় প্রবেশ করা। বর্তমানের সাধারণ বায়আত সমূহ এ প্রকারই। তাও ভাল নিয়্যাতে হতে হবে। অনেক বায়আত তো পার্থিব কোন ফাসিদ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে- তা আলোচনার বাইরে। আর এ প্রকার বায়আতের জন্য পীরের মধ্যে শায়খ-ই-ইত্তিসাল এর শর্ত চতুষ্টয় একত্রে পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হবে।

এ 'বায়আত বরকত' গ্রহণ করাও অনর্থক নয় বরং ইহলোক ও পরলোকে এটাও অনেক উপকারে আসবে। প্রথমতঃ এ দ্বারা যেন প্রেমিকদের দফতরে নাম লেখানো, তাদের সাথে সিলসিলায় সম্পৃক্ত হওয়া আসলেই সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রথমত- আল্লাহ প্রকৃত গোলামদের পথে এ বিষয়ে সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে, সে তাদের একজন।'

সায়্যিদিনা শায়খুশ শায়ূখ শিহাবুল হক ওয়াদ্দীন সোহরাওয়ার্দি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ গ্রন্থে বলেন

واعلم ان الخرقة خرقتان خرقة الارادة وخرقة التبرك والاصل الذى قصده المشائخ المريدين خرقة الارادة وخرقة التبرك تشبه بخرقة الارادة فخرقة الارادة المريد الحقيقى والخرقة التبرك للمتشبه ومن تشبه بقوم فهو منهم-

'প্রকাশ থাকে যে, খিরকা দু'টি, খিরকা-ই- ইরাদাত ও খিরকা-ই-তাবাররুক পীরগণ মুরিদদের হতে খিরকা-ই- ইরাদতই কামনা করে আর খিরকা-ই- তাবাররুক তাদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার নাম। তাই প্রকৃত মুরিদের জন্য খিরকা-ই- ইরাদত এবং সাদৃশ্য অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে খিরকা-ই- তাবাররুক। যে কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদের একজন। দ্বিতীয়তঃ আসলে এটা (বায়আত-ই- তাবাররুক) হলো আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে একটি সুন্দর মালায় গ্রথিত হওয়ার নাম।

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شہ بس است

বুলবুলির জন্য ফুলের সান্নিধ্যই যথেষ্ট

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, উনার প্রভু বলেছেন যে,

هم القوم لا يشقى بهم جليسهم

'তাঁরা ঐ সব লোক তাঁদের সাথে উপবেশনকারীও দুর্ভাগা হয় না।'

তৃতীয়তঃ যেনো প্রেমিকগণ আল্লাহর রহমতের নির্ঝর। তাঁরা তাঁদের নাম স্মরণকারীকেও আপন করে নেন। এবং তার উপর করুণার দৃষ্টি রাখেন। প্রখ্যাত ইমাম সাত্তানুফি আবুল হাসান নূরুল মিল্লাত ওয়াদ্ দীন নূরিদিন শিরহুহু 'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থে বলেন, হুযূর পুর নূর সায়্যিদিনা গাওসুল আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, যদি কোন ব্যক্তি হুযূরের নাম স্মরণকারী হয় আর না সে হুযূরের তরীকায় বায়আত হয়েছে, না হুযূরের খিরকা পরিধান করেছে, সে কি হুযূরের মুরিদের মধ্যে গণ্য হবে? তখন হুযূর গাওস-ই-পাক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতি উত্তরে বললেন-

من انتمى الى وتسمى لى قبله الله تعالى وتاب عليه ان كان على سبيل مكروه وهو من جملة اصحابى وان ربى عزوجل وعدنى ان يدخل اصحابى واهل مذهبى وكل محب لى الجنة

'যে ব্যক্তি নিজেকে আমার প্রতি সম্পৃক্ত করবে আর নিজেকে আমার গোলামদের দফতরে শামিল করবে, আল্লাহ তাকে কবুল করবেন আর যদি সে কোন

অপছন্দনীয় পথে থাকে, তবে তাকে তাওবা করার অবকাশ দেবেন, আর সে আমার মুরিদদের দলে অন্তর্ভুক্ত। এবং নিশ্চয় আমার প্রভু আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি আমার মুরিদ, আমার সতীর্থ আর আমাকে যারা চাই প্রত্যেককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

দ্বিতীয়তঃ 'বায়'আত-ই- ইরাদত' হলো এ যে নিজ ইচ্ছা ও স্বাধীনতা হতে একেবারেই বের হয়ে সত্যিকার আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত পীর ও মুরশিদের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সপে দেয়া। একমাত্র তাঁকে নিজের হাকেম (বিচারক), মালিক (সত্ত্বাধিকারী) ও পরিচালক হিসেবে জানবে। তাঁর প্রদর্শিত পথ দিয়েই তরীক্বতের পথে চলবে, তাঁর অনুমতি ছাড়া এ পথে কোন কদম রাখবেনা। তাঁর কোন নির্দেশ বা কাজ নিজের কাছে সাঠিক মনে না হলে তা খিযির আলায়হিস সালাম এর কর্মের মতো মনে করবে এবং (সঠিক মনে না হওয়াটাকে) নিজের বিবেকের ত্রুটি বলে জানবে। তাঁর কোন কথাতে অন্তরেও প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। নিজের সকল বিপদ-আপদ তাঁর কাছে পেশ করবে। বস্তুত তাঁর কাছে জীবিত হয়েও মৃতের মতো থাকবে। এটাই হলো সালিক বা প্রকৃত তরীক্বতপন্থীদের বায়আত। আর এটাই মুরশিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছায়। আর এটাই হুযুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-ই- কিরামদের থেকে গ্রহণ করেন। যেমন হযরত সায়্যিদিনা উবাদাহ ইবনে সামিত আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করেন যে,

بايعنا رسـول اللّه صلى اللّ عليـه وسلم على المسمع والطاعة فى العـسـر واليـسـر والمنشط والمكره وان لاتنازع الامر اهله-

'আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে এটার উপর বায়আত করেছি যে, সকল সহজ ও কঠিন, সকল খুশি ও দুঃখে তাঁর নির্দেশ মান্য করবো এবং আনুগত্য করবো আর নির্দেশদাতার যে কোন নির্দেশে বিবাদ করবো না।

শায়খ বা পীরের নির্দেশ মূলতঃ রসূলের নির্দেশ আর রসূলের নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ আর আল্লাহর নির্দেশ আমান্যতায় কারো শক্তি নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا-

'এবং না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন আল্লাহ ও রসূল নির্দেশ দেন, তখন স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে এবং যে কেউ নির্দেশ অমান্য করে আল্লাহ ও রসূলের সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আওয়ারিফুল মা'আরিফ গ্রন্থে আছে যে-

دخوله فى حكم الشيخ دخوله فى حكم الله ورسوله واحياء المبايعة

'মুরশিদের নির্দেশাধীন হওয়া মানে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশাধীন হওয়া। আর তা বায়'আতের সুন্নাতকে জীবিত করা।'

উক্ত গ্রন্থে আরো আছে যে-

ولايكون هذا الالمريد حصر نفسه مع الشيخ وانسلخ من ادارة نفسه وفنى فى الشيخ يترك اختيار نفسه-

'অনেকের এ বায়'আত-ই- ইরাদত অর্জন করা সম্ভব হয়না। তবে ঐ লোকের জন্য সম্ভব যে স্বীয় আত্মাকে মরশিদের বন্দীত্বে বন্দী করেছেন এবং স্বীয় ইচ্ছা হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছে আর নিজ স্বাধীনতা ছেড়ে শায়খের মধ্যে ফানা (বিলীন) হয়ে গেছে।'

আরো বলেন যে,

'পীরের কোন বিষয়ে আপত্তি তোলা হতে বিরত থাকবে। কারণ এটা মুরিদদের জন্য কতলযোগ্য বিষ। এমন কোন মুরিদ হতে পারে যে, অন্তরে শায়খের উপর কোন আপত্তি তোলে অতঃপর কল্যাণ অর্জন করবে! শায়খের ক্রিয়া-কাণ্ডে যা কিছু মুরিদের সঠিক বলে মনে হবে না তাতে হযরত খিযির

আলায়হিস সালাম এর ঘটনাবলী স্মরণ করবে। কেননা তাঁর হাতে ঐ সব ক্রিয়া কাণ্ড প্রকাশ হতো যা বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর ছিলো। (যেমন গরীব লোকের নৌকা ছিদ্র করে দেয়া। নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা।) অতঃপর যখন তিনি উহার কারণ বলতেন তখন এটাই সুস্পষ্ট হতো যে, তাই সঠিক ছিলো যা তিনি করেছেন। মুরিদের বিশ্বাস করা উচিত যে, শায়খের যে কাজ আমার কাছে শুদ্ধ বলে মনে হচ্ছেনা, শায়খের কাছে তার শুদ্ধতার উপর সুদৃঢ় প্রমাণ বিদ্যমান।'

ইমাম আবুল কাসিম কোশায়রী তাঁর রচিত 'রেসালা'য় বলেন যে, আমি হযরত আবু আব্দুর রহমান সালমাকে বলতে শুনেছি যে, তাঁকে শায়খ হযরত আবু সাহল সা'আলূকী বলেছেন যে,

من قال لاستاذه لم لايفلح ابداً

যে ব্যক্তি স্বীয় পীরের কোন কথায় 'কেন ' বলবে, সে কখনো কল্যাণ লাভ করবে না।'

আমরা যখন দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ), পীর-মুরশিদ ও বায়'আত ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হলাম, এখন আমল মাস'আলার সমাধানের দিকে ফিরে যায়। সুতরাং জেনে রাখুন যে, সাধারণ দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) অর্থাৎ পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য মুরশিদ-ই-আ'ম (مرشد عام) এর অবশ্যই প্রয়োজন। ফালাহ-ই- তাক্বওয়া (فلاح تقوى) হোক , বা ফালাহ-ই- ইহসান (فلاح احسان) এ মুরশিদ (অর্থাৎ মুরশিদ-ই-আ'ম) হতে পৃথক হয়ে কখনো অর্জন করা যায় না। যদিও মুরশিদ-ই-খাস' আছে, বা স্বয়ং নিজে মুরশিদ-ই-খাস।'

অতঃপর এ 'মুরশিদ-ই-আ'ম' হতে বিচ্ছিন্নতা দু'ধরনের হয়ে থাকে।

এক) শুধু আমলত ও

দুই) অস্বীকারগত

প্রথমতঃ শুধু আমলগত, যেমন কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া বা সগীরা গুনাহ বারংবার করা। আর এর থেকেও নিকৃষ্ট ঐ মূর্খ যে উলামা-ই- দ্বীনের প্রতি মনোযোগ দেয় না। আর এর চেয়েও নিকৃষ্ট ঐ লোক যে মুর্খতার সাথে রায়দাতা বনে আছে এবং উলামাদের বিধানে নিজের অভিমত খাটায়, বা বিধিবদ্ধ বিধানের বিপরীতে তার কাছে ভ্রান্ত প্রথার প্রচলন গেড়ে বসেছে। আর যদি হাদীস ও ফিক্বাহর আলোকে বলা হয় যে, এ প্রথার কোন ভিত্তি নেই তার পরও ওটাকেই হক

বলে জানে। অতএব এ সব লোক (দ্বীনি) কল্যাণের উপর নেই, আর তারা একজন অন্যজনের চেয়ে বেশী ক্ষতিতে নিমজ্জিত। তবে শুধু আমল ছেড়ে দেয়ার কারণে তারা পীর ছাড়াও নয় আবার তাদের পীর শয়তানও নয়। যেহেতু তারা ওলীগণ ও উলামা-ই- দ্বীনের প্রতি নিষ্টার সাথে বিশ্বাসী। যদিও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নাফরমানী করে তবুও মুরশিদ-ই-খাস-এর ভিত্তিতে বায়'আত যেমন দু'প্রকার ছিলো, তেমনি মুরশিদ-ই-আ'ম এর ভিত্তিতেও তারা যদি তাঁর নির্দেশমতে চলে তবে তা বায়'আত-ই-ইরাদত ধরতে হবে, নতোবা তা ওলামায়ে দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস রাখার দরুন বায়আত-ই-বরকত থেকে খালি নয়। কারণ তাদের ঈমান ও আক্বীদাতো ঠিক আছে। অতএব গুনাহ্গার সুন্নী যদি চুতষ্টয় শর্তের ধারক কোন পীরের মুরিদ হয় তবে তা ভালো কথা, অন্যথায় হোসন-ই-'তিকাদ এর কারণে মুরশিদ-ই-আ'ম'এর অনুসারীদের মধ্যে গণ্য হবে। যদিও নাফরমানির কারণে দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) এর উপর নেই।

দ্বিতীয়তঃ অস্বীকার করে (মুরশিদ-ই- আ'ম) হতে বিরত থাকা- যেমন- তারা হলেন-

এক) ঐ শয়তানী উপহাস্পদ, যে উলামা-ই- দ্বীনকে নিয়ে হাসি তামাসা করে এবং আলেমদের বর্ণিত শরয়ী বিধানগুলোকে অনর্থক মনে করে। তাদের মধ্যে আরো আছে- ঐ সব মিথ্যুক ফকীর দাবিদার- যার বলে যে, আলিমগণ ফকীরদের ডাক চিৎকারে হয়ে থাকে। এমনকি কতেক শয়তান সাজ্জাদাশীন বরং নিজেকে যুগের কুতুব হিসেবে দাবিকারী ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনা যায় যে, আলেম আবার কে? সব তো ব্রাক্ষণ। আলেম তো তারা যারা বণী ইসরাঈলের নবীদের মতো মু'জিযা দেখায়।

দুই) ঐ নাস্তিক, মুলহিদ (ধর্মত্যাগী) ফক্বীর ও স্বঘোষিত ওলী, যে বলে যে, শরীয়ত হলো রাস্তা আর আমরাতো রাস্তা অতিক্রম করে উদ্দেশ্য পৌছে গেছি। এখন আমরা রাস্তা (শরীয়ত) দিয়ে কী করবো। আমার প্রণীত 'মক্বাল-ই-উরফা বিইযায-ই-শরয়ী (১৩২৭ হিঃ) পুস্তিকায় এসব দুষ্টদের মতবাদ খন্ড করেছি। উলামাদের মধ্যে ইমাম আবুল কাসিম কোশায়রী কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর কৃত রিসালায় লিখেছেন যে, আবু আলী রুদুবারী রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু বাগদাদবাসী ছিলেন আর মিসরে বসবাস করতেন আর তথায় হিজরী ৩২২ সালে ইন্তিকাল করেন।

তিনি সায়্যিদুত তায়িফা হযরত জোনাঈদ বাগদাদী ও হযরত আবুল হাসান আহমদ নূরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মু'রিদ ছিলেন। তরীকৃতের পীরদের মধ্যে তার চেয়ে বেশী তাসাওউফের জ্ঞান রাখতেন এমন কেহ ছিল না। তার নিকট একদা প্রশ্ন করা হলো যে, এক ব্যক্তি মযামীর (বাদ্যযন্ত্র) শুনে আর বলে যে, এটা আমার জন্য হালাল, কারণ আমি এমন স্তরে পৌছেছি যে, বাদ্যযন্ত্রের রাগ আমার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। তখন তিনি প্রতিউত্তরে বললেন হাঁ অবশ্যই সে পৌছেছে, কী পর্যন্ত! জাহান্নাম পর্যন্ত।

আরেফ বিল্লাহ আব্দুল ওহাব শে'রানী কুদ্দিসা সিররুহু 'কিতাবুল ইওয়াকীত ওয়াজ জাওয়াহির ফী আকায়দীল আকাবির' গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'হুযুর সায়্যিদুত তায়ীফা জুনাইদ বাগদাদী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে আরব করা হয়েছে যে, কতেক লোক বলে যে, শরীয়তের বিধি বিধান তো (খোদা পর্যন্ত) পৌছার একটা মাধ্যম মাত্র আর আমরা তো পৌছে গেছি। (অতএব তখন শরীয়তের বিধান মেনে চলার কী প্রয়োজন)। তখন তিনি বললেন, তারা সত্য বলছে যে, অবশ্যই তারা পৌছে গেছে তবে জাহান্নাম পর্যন্ত। চুর এবং যিনাকারী এমন আক্বীদা পোষণকারী হতে উত্তম।'

তিন) ঐ মুর্খ ও পথভ্রষ্ট যে লেখা-পড়া না করে বা কিছু বই পুস্তক পড়ে নিজে নিজে আলেম হয়ে শরীয়তের মহান ইমামদের হতে বিমুখ হয়ে আছে এবং কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাদানে নিজেকে যুগের আবু হানিফা ও শাফেয়ী ধারণা করছে বরং তাদের চেয়েও উত্তম মনে করছে। আর বলে যে, তারা কুরআন ও হাদিসের বিপরীত নির্দেশ দিয়েছেন বা তাদের ভুল ভ্রান্তি তালাশে ব্যস্ত- ফলে এ সব লোক গোমরাহ, বেদ্বীন ও গায়র-ই-মুকাল্লিদ তাক্লীদ অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত।

চার) তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট হলো ঐ সব লোক যারা ওহাবী মতবাদের মৌলিক গ্রন্থ 'তাক্বীয়াতুল ঈমান' এর দর্শনে বিশ্বাস করে বসে আছে। আর তার বিপরীত কুরআন ও হাদিসকে পেছনে নিক্ষেপ করেছেন। আর এরা আল্লাহ ও রসূলকে পিঠ দিয়ে উহার মাসাঈলের উপর ঈমান নিয়েছে।

পাঁচ) তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট ঐ সব দেওবন্দী যারা গাঙ্গুহী, নানুতবী ও থানবী প্রমুখ তাদের যাজক ও সন্ন্যাসীদের কুফরকে ইসলাম বানানোর জন্য আল্লাহ ও রসূলের প্রতি তাদের বড় বড় গাল-মন্দকে কবুল করে নিয়েছে।

ছয়) ক্বাদিয়ানী, সাত) নাস্তিক, আট) চক্‌ড়ালভী, নয়) রাফেযী, দশ) খারেজী, এগার) নাওয়াসিব, বার) মুতাযিলা ইত্যাদি সকল মুরতাদ, পথভ্রষ্ট ও ধর্মের শত্রু সবাই 'মুরশিদ-ই- আ'ম' এর বিরোধী ও অস্বীকারকারী। এরা অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং নিঃসন্দেহে তাদের সবার পীর শয়তান। যদিও বাহ্যিত কোন পীরের নাম নেয় অথবা নিজেকে পীর, ওলী ও কুতুব হিসেবে দাবি করুক না কেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্থ।'

'ফলাহ-ই-তাক্ওয়া' (فلاح تقوى) এর জন্য 'মুরশিদই- খাস' এর প্রয়োজন এ অর্থে নয় যে, এ ছাড়া ফালাহ্ (দ্বীনি কল্যাণ) অর্জন করাই যায় না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ফালাহ-ই-যাহির এর বিধান সুস্পষ্ট; ফলে যে কোন লোক স্বীয় জ্ঞান বা উলামা হতে জেনে জেনে মুত্তাকি হতে পারে। যদিও কল্বের কার্যে কিছুটা সূক্ষ্মতা রয়েছে, তবুও তা সীমাবদ্ধ। আর ইমাম আবূ তালিব মক্কী ও ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম গাযযালী প্রমুখ ইমামদের গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। অতএব 'বায়'আত খাস' ছাড়াও এ পথ প্রশস্ত আর এটার দ্বার উন্মুক্ত। তাই আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মুত্তাকী নয় এমন সুন্নী লোকও পীর ছাড়া নয়। সুতরাং মুত্তাকী কি করে পীর ছাড়া হবে আর তার পীর শায়তান হতে পারে! যদিও সে কোন মুরশিদ-ই-খাস এর হাতে বায়আত গ্রহন করেনি। আর সে যে পথে আছে তাও (তাক্ওয়ার পথ) এতে মুরশিদ-ই-আ'ম ছাড়া মুরশিদ-ই-খাস' এর প্রয়োজন নেই। যতো পীর তার দরকার সবই আছে। আর আওলিয়া -ই-কিরামদের দ্বিতীয় উক্তি- যার পীর নেই, তার পীর শয়তান'- এটা (ফালাহ-ই-তাক্ওয়া অর্জনকারীর) ব্যাপারে হতে পরে না। আর তাঁদের প্রথম উক্তি, পীর হীন লোক দ্বীনি কল্যাণ (ফালহ) হতে বঞ্চিত' এটাতো কোন মতে এদের উপর সাব্যস্ত হয় না। কারণ 'ফালাহ-ই-তাক্ওয়া'- নিঃসন্দেহে ফালাহ্ (কল্যাণ), যদিও 'ফালাহ-ই-ইহসান' তার চেয়ে সর্বোত্তম ও মহৎ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنْ تَجْتَنِبُوْا الْكَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا

'যদি তোমরা কবীরা গুনাহ্ হতে বিরত থাক, তবে তোমাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করা হবে।নিঃসন্দেহে মুত্তাকিদের জন্য এটা বড়ো বিজয়।'

আর আল্লাহ তা'আলা আহ্লে তাক্ওয়া ও আহ্লে ইহ্সান উভয় সম্প্রদায়কে তাঁর নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত উল্লেখ করে বলেন -

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন আর তাদের সাথে যারা আহলে ইহ্সান' (তরীকৃতপন্থী)।

আল্লাহ তা'আলার সঙ্গত্ব এটা কতো বড়ো নিয়ামত, এছাড়া আর কী কল্যাণ চাইবো।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'তাক্ওয়া' অবলম্বন সাধারণত প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন (অবশ্যই করণীয়)। আর এ দ্বীনি কল্যাণ অর্জন অর্থাৎ পরকালীন আযাব হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর করুনা ও দয়া যথেষ্ট। আর 'ফালাহ-ই-ইহ্সান' অর্থাৎ তরীকৃতের অনুশীলন আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ সান্নিধ্য ও মর্যাদা অর্জনের জন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু এটা ফালাহ্-ই-তাক্ওয়া অর্জনের মতো ফরয নয়। যদি তাই হতো তবে প্রতি যুগে এক লাখ চব্বিশ হাজার আওলিয়া-ই-কিরাম ছাড়া বাকী কোটি কোটি মুসলমান, হাজার হাজার উলামা ও নেককার বান্দা, সবাই (আল্লাহ না করুক!) ফরজ ছেড়ে দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত হতেন। আওলিয়া-ই-কিরামগণও লোকদেরকে এ পথে সার্বজনীন দাওয়াত দেয় নি। বরং কোটির মধ্যে কিছু সংখ্যককে এ পথে চালিত করেছেন। আর এ পথের অনেক অনুসন্ধানীকেও এ ব্যাপারে অযোগ্য পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর ফরজ হতে বিরত রাখা কি করে সম্ভব। (অতএব তরীকৃতের অনুশীলন শরীয়তের মতো সার্বজনীনভাবে সকলের উপর ফরজ নয়।) কারণ 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের

বাহিরে কষ্ট দেয় না।' 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থে আছে যে,

'খিরকা-ই-তাবাররুক প্রত্যেককে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু খিরাক-ই-ইরাদত তাকেই দেয়া হবে,যে এটার উপযুক্ত। অনপোযুক্ত হতে এ পথের শর্তাদি চাওয়া হবে না। বরং তাকে এটুকু বলবে যে, শরীয়ত মেনে চল আর আওলিয়াদের সান্নিধ্য গ্রহণ কর। হয়ত এটার বরকতে ঐ খিরকা-ই-ইরাদত এর উপযুক্ত করে দেবে।'

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে এটা (তরীকৃত) পরিহার করার দরুন দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) অর্জনে বাঁধ সাধে না, না এতে তার পীর শয়তান হয়। পূর্ববর্তী অনেক বড় বড় আলেম ও ইমাম এমনও দেখা যায় যাদের হতে এ প্রকার (তরীকৃতের) বায়'আত ছিল বলে কোন প্রমাণ নেই আর ইমামতের মর্যাদা অর্জনের পর শেষ বয়সে এমন বায়আতের প্রমাণ থাকলেও তাও ছিল বায়আত-ই-বরকত (বায়আত-ই-ইরাদত নয়)। যেমন ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী সায়্যিদি শায়খ মাদয়ন কুদ্দিসা সিররুহুর হতে বায়'আত-ই-বরকত লাভ করেন।

হ্যাঁ! তবে যে এটাকে অস্বীকার করতঃ বা বাতিল ও অনর্থ মনে করে ছেড়ে দেবে, সে অবশ্যই গোমরাহ ও দ্বীন কল্যাণ (ফালাহ) হতে বঞ্চিত এবং শয়তানের মুরীদ।

আর যদি এমনই অস্বীকার করে যে যদি স্বীয় যুগে ও নিজ শহরে কাউকে বায়আতের জন্য যথেষ্ট মনে না করে তবে বিধান উদ্দেশ্যের ভিন্নতায় ভিন্ন হয়। যদি এটা নিজ অহংকার বশতঃ হয়, তবে 'জাহান্নাম কি গর্বকারীদের ঠিকানা নয়।' আর যদি শরয়ী কোন কারণ ছাড়া নিজ কুধারণার বশিভূত হয়ে সকলকে অযোগ্য মনে করেন তবে এটাও কবিরাহ গুনাহ্। আর কাবীরা গুনাহ্কারী সফলকাম নয়। আর যদি তার (পীরের) মধ্যে এমন কিছু দেখা যায় যা সন্দেহে পতিত করে আর সে সাবধানতার খাতিরে (বায়'আত হতে) বিরত থাকে, তবে কোন আপত্তি নেই। কারণ -

ان من الخرم سوء الظن دع مايريبك الى مالا يريبك

নিশ্চয় সাবধানতার মধ্যে গণ্য, মন্দ দিক হতে বাচার জন্য চিন্তা করা যে, যে ব্যাপারে তোমার সন্দেহ হয়, তা ছেড়ে দিয়ে তাই গ্রহণ করো যা সন্দেহাতীত।

ফালাহ-ই- ইহ্সান- লাভের জন্য অবশ্যই 'মুরশিদ-ই-খাস' এর প্রয়োজন। আর তাও শায়খ-ই-ইসাল; শয়খ-ই-ইত্তিসাল এ জন্য যথেষ্ট নয়। আর তাঁর হাতে বায়'আত-ই-ইরাদত'ই হতে হবে; 'বায়'আত-ই-বরকত' এখানে যথেষ্ট নয়। তরীক্বতের এ পথ পরিক্রমায় এমন কতেক সুক্ষ্ম ও দুর্গম পথ রয়েছে, যতক্ষণ এ পথের উঁচু-নীচু সব কিছু সম্পর্কে অবগত কামিল ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক পথ দেখিয়ে না দেবে ততক্ষণ এ পথ দিয়ে পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। তরীক্বত বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন এবং সে মতে অনুশীলন এখানে কোন কাজ দেবে না। কারণ এটা ফালাহ-ই-তাক্বওয়া' এর রহস্য ও সুক্ষ্মতার মতো সীমাবদ্ধ ও সল্পসংখ্য নয়- যা তাসাওউফ গ্রন্থ ধারণ করতে পারে। তাই বলা হয়-

الطريق الى الله بعدد انفاس الخلائق

সৃষ্টি জগতের নিশ্বাসের সমপরিমাণ আল্লাহর পথ রয়েছে।

হুযূর সায়্যিদিনা গাউসূল আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- আল্লাহ তা'আলা না একজন বান্দার প্রতি দু'গুণের প্রকাশ করেন, না একগুণ দ্বারা দু'বান্দার প্রতি।'

তাই আল্লাহর একান্ত নৈকট্যলাভের যে অগণিত পথ রয়েছে এর প্রত্যেক পথের দুর্গমতা, সূক্ষ্মতা ও অবতরণ স্থল ভিন্ন ভিন্ন, যা না নিজে বুঝতে পারবে, না তাসাওউফ গ্রন্থ বলে দেবে। সে সাথে ঐ পুরাতন শত্রু, প্রতারক, অভিশপ্ত ইবলীস তো সর্বদা লেগে আছে। যদি বলে দেয়া চক্ষু, উন্মুক্ত হাত, পাকড়াওকারী ও সাহায্যকারী সাথে না থাকে, তবে আল্লাহ ভাল জানেন কোন গহবরে পতিত করে, কোন ঘাটে ধ্বংস করে। তখন সূলুক (সাধনা) তো দূরে, (আল্লাহ না করুক) ঈমান পর্যন্ত হাত ছাড়া হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন অনেক তরীক্বত পন্থীদের বেলায়-এ রকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। হুযূর সায়্যিদিনা গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ইবলীশের প্রতারণাকে প্রতিহত করা এবং তাঁকে এ বলা যে, 'হে আবদুল কাদের! তোমাকে তোমার ইল্‌ম রক্ষা করেছে, অন্যথায় এ প্রতারণা দ্বারা আমি সত্তরজন তরীক্বতপন্থীকে ধ্বংস করেছি।'

এ ঘটনা বাহজাতুল আস্‌রার সহ প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত ইমামদের গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

এখানে জেনে রাখা উচিত যে, (এরূপ তরীক্বতপন্থী পদচ্যুত হওয়া) কখনো এটা 'মুরশিদ-আ'ম' এর দুর্বলতার কারণে নয়, বরং এটা সালিক এর দুর্বলতা। মুরশিদ-ই-আ'ম' এর মাঝে সবকিছু বিদ্যমান। যেমন এরশাদ হচ্ছে مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ 'আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করে নি।'

কিন্তু বাহ্যিক বিধানাবলী (আহ্কাম-ই-যাহির') সাধারণ লোক বুঝতে পারে না। ফলে সর্বসাধারণ লোক উলামাদের প্রতি, উলামা ইমামদের প্রতি আর ইমামগণ রসূলের

প্রতি ধাবিত হওয়া ফরয।

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'সুতরাং হে লোকরা! জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।'

এ বিধান মুরশিদ-ই-আ'ম এর ব্যাপারে যেমন প্রযোজ্য তেমনি এখানে 'আহলে যিকির' দ্বারা ঐ মুরশিদ-ই-খাসকে বুঝানো হয়েছে-যার মধ্যে সবগুলো গুণাবলী বিদ্যমান।

অতএব যে ব্যক্তি এ (ফালাহ-ই-ইহসান অর্জনের) পথে কদম রাখলো আর (১) কাউকে পীর ধরলো না, বা (২) কোন বিদআতী (৩) বা কোন মূর্খ পীরের মুরিদ হলো যে পীর-ই-ইত্তিসাল নয়। (৪) আবার এমন পীরের মুরিদ যিনি শুধু পীর-ই-ইত্তেসাল কিন্তু ইসাল (খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া) এর উপযুক্ত নয় আর তার উপর নির্ভর করে এ পথে পাড়ি দিতে চাইলো বা (৫) শায়খ-ই-ইসাল এর মুরিদ কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো চলে, পীরের বিধানের উপর চলে না- তবে এ সব লোক এ ফালাহ-ই-ইহসান' লাভ করতে পারেনা। ফলে এ পথে অবশ্যই তার পীর শয়তান হবে- এতে আশ্চার্য করো না যে, হয়তঃ তাকে মূল ফালাহ অর্থাৎ ঈমান হতেও দূরে নিক্ষেপ করতে পারে। (আল্লাহ আশ্রয় কামনা করি।)

বরং এ প্রকার লোকদের সাথে শয়তান না থাকাটাই আশ্চার্যের ব্যাপার। এটা মনে কারো না যে, এ ভুলের দরুন হয়ত এ পথে প্রতারণার শিকার হবে, এটা (তরীক্বতের অনুশীলন) তো ফরয নয়। যা না পাওয়াতে মূল ফালাহ (ঈমান) ও থাকবে না। অবশ্যই এ ধারণা ঠিক নয়, কারণ অভিশপ্ত শয়তানতো ঈমানের শত্রু সে সর্বদা ঈমান হরণ করার সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সে এমন কিরশমা দেখায় যা দ্বারা ঈমান ও আক্বীদায় বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়। যদি কোন লোক একটি কথা শুনলো, আর এখন স্বচক্ষে দেখলো তার বিপরীত। তবে কতো কঠিন যে নিজের চাক্ষুস দেখাকে ভুল মনে করা আর এ বিশ্বাসে অটল থাকা। অথচ শুনা কথা দেখার মত নয়। তাই পীর-ই-কামিলের উচিত যে তরীকতের পথ পরিক্রমায় এরূপ সন্দেহ জনিত বিষয়গুলোর কশ্‌ফ (স্বরূপ উদঘাটন) করানো। যেমন ইমাম কোশাইরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর রিসালা'তে বলেন-

বায়আত-ই-ইরাদত এর প্রারম্ভে, খুলুয়াত (নির্জন সাধনা কালে) এমন কম মুরিদই হয় যার আকীদায় কুমন্ত্রনা আসে না।"

তাই বেশীরভাব লোক পীর ছাড়া এ পথে চলতে গিয়ে এ সব বিপদের জালে আটকা পড়ে আর নেকড়ে শয়তান তাকে রাখালহীন ভেড়া পেয়ে গ্রাস করে নেয়। যদিও

লাখের মধ্যে একজন এমন পাওয়া সম্ভব যে, যাকে খোদায়ী আকর্ষণে টেনে পীরের মধ্যস্থতা ছাড়া নফস ও শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা করেন। তার জন্য মুরশিদ-ই-আ'ম মুরশিদ-ই-খাস এর কাজ দেয়। আর তখন স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার মুরশিদ-ই-খাস হবে। কারণ নবীর মধ্যস্থতা ব্যতিরেখে কোন উপায়ে খোদা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। তবে এটা খুবই দুর্লভ আর দুর্লভ বিষয় দিয়ে কোন বিধান বর্তায় না।

আর বিশেষভাবে মুরশিদ ছাড়া এ পথের পথিকদের মধ্যে সে লোকই বড়ো ভাগ্যবান, যে সর্বদা রিয়াযত ও মুজাহিদায় রত আছে আর এতে যদিও সফলকাম না হয় আর এ পথে পথ উন্মুক্ত না হওয়াতে তেমন বিপদও আসেনা, তবুও সে স্বীয় 'ফালাহ-ই-তাকওয়ার' উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেব দু'টি শর্তের ভিত্তিতে। প্রথমতঃ এযে যদি তার মুজাহিদা তাকে অহংকারী করে না তুলে এবং নিজেকে নিজে অন্যের থেকে উত্তম মনে না করে। অন্যথায় 'ফালাহ-ই-তাকওয়া' হতে হাত ধোঁয়ে বসবে। দ্বিতীয়তঃ এযে, তার কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার পরও বঞ্চিত হওয়া তাকে এমন কোন বড় অবাঞ্চিত বিষয়ে পতিত করবে না। যদি বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে এতে এমন কোন কটুবাক্য বলে বসে, বা মনে মনে অস্বীকার করে বসে তখন তো দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) লাভ করাতো দূরে, বরং তখন তার পীর শয়তান হবে। আর যদি এটা নিজের ত্রুটি মনে করে আর বিনয় ও নম্রতায় অটুট থাকে তবে এ হুকুম হতে নিষ্কৃতি পাবে। সে যখন পথ পায়নি তবে পথ দিয়ে চলেই নি। আর এটা এরূপ হলো যে, শুধু ফালাহ-ই-তাকওয়ায় চললো।

পবিত্র কুরআন-ই-করিম অশেষ রহস্যেঘেরা, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন কর) আল্লাহর পথে পাড়ি দিতে অসিলা (মাধ্যম) অন্বেষণ কর। আর তাঁর পথে সংগ্রাম (মুজাহিদা) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'

এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা এ আয়াত-ই-করীমার পবিত্র বাক্যগুলো খুব সুন্দর নিয়মে বিন্যস্ত ও সুস্পষ্ট হলো যে, এ আয়াত 'ফালাহ-ই- ইহসান' অর্জনের প্রতি সকলকে আহবান করে। আর এ জন্য তাক্ওয়া শর্ত। তাই প্রথমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করো অর্থাৎ প্রথমে তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন কর। তাক্ওয়া অর্জন করে এখন যদি ইহসান এর পথে কদম রাখতে চাও, তবে জেনে নাও যে, (ইহসানের পথ

অবলম্বন) শায়খ বা পীরের মাধ্যম ছাড়া অসম্ভব। তাই দ্বিতীয়বার তরীক্বতের পথে পা রাখার পূর্বে অসিলা (পীর) তালাস করাকে অগ্রগামী করা হয়। এরশাদ হচ্ছে- তোমরা অসিলা তালাশ কর। তাই প্রবাদ আছে- الرفيق ثم الطريق 'প্রথমে সাথী তালাশ কর তারপর রাস্তা ধর'। আর যখন পাথেয় যোগাড় হয়ে গেলো, আসল উদ্দেশ্যের প্রতি নির্দেশ হলো যে, তাঁর পথে বাজি রেখে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। অর্থাৎ মুজাহিদা করো- যাতে 'ফালাহ-ই-ইহসান' অর্জন হয়।

আল্লাহ আমাদেরকে সফলকামদের মধ্য যেন গণ্য করেন। ঐ রহমতের করুণা দ্বারা যা সফলকামদের প্রতি করেছেন। নিশ্চয় তিনি বড়ো দয়াবান ও করুণাময়। আর আল্লাহ, দরুদ সালাম অবতীর্ণ করুক তাঁর প্রতি যার সদ্কায় প্রত্যেক কল্যাণ ও উপকার হয়। তাঁর পরিজন ও সাহাবী তাঁর সন্তান হুযুর গাউছুল আযমের তাঁর সমস্ত দলভুক্তদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ হোক। আমীন

এতে আরো সুস্পষ্ট হলো যে, এ পথে কল্যাণ (ফালাহ) অর্জন অসিলা (মধ্যস্থতা) এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এটা সাব্যস্থ হলো যে, এখানে পীরহীন লোক ফালাহ পবে না। আর যখন ফালাহ পাবে না তবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তখন আল্লাহর দলের হবে না বরং হবে শয়তানের দলের। রব তা'আলা বলেন, শুনে নাও! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্থ। আর শুনে নাও! আল্লাহরই দল সফলকাম। আর দ্বিতীয় উক্তিও সাব্যস্থ হলো যে, 'যার পীর নেই তার পীর শায়তান' যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

এ দীর্ঘ বিশ্লেষণ ও আলোচনার সারমর্ম এ দাড়ালো যে,

১। প্রত্যেক বদ মাযহাবী দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) হতে অনেক দূরে। তারা ধ্বংসে নিপতিত এবং তারা পীর হীন আর ইবলিশ তাদের পীর। যদিও কারো মুরিদ হোক বা নিজে পীর হয়ে তরীক্বতের পথে পা রাখুক বা না রাখুক সর্বাবস্থায় তারা দ্বীনি কল্যাণের ভাগী নয় এবং তাদের পীর শয়তান।

২। বিশুদ্ধ আকীদাধারী সুন্নী যে আজও তরীকতের পথে যায়নি যদি গুনাহ করে তবে দ্বীনি কল্যাণের উপর নেই। কিন্তু তারপরও না সে পীরহীন, না তার পীর শয়তান। বরং পীরের সকল শর্তাদির ধারক যে পীরের মুরিদ হয়েছে, তারই মুরিদ। অন্যথায় মুরশিদ-ই-আ'ম এর মুরিদ।

৩। যদি তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তবে তা দ্বীনি কল্যাণ (ফালাহ) এর উপর আছে, সে সাথে যথানিয়মে স্বীয় শায়খ বা মুরশিদের মুরিদও। অধিকন্তু এমন সুন্নী যে আজও তরীক্বতের দীক্ষা না নেয়া এবং কোন বায়আত-ই-খাস' না করার দরুন না পীরহীন হয়, না

হয় শয়তানের মুরিদ। হাঁ, পান করলে তিনি কল্যাণের উপর থাকবে না আর মুত্তাকি হলেতো সবক্ষণও।

৪। যদি তরীকতের মূল পথে 'মুরশিদ-ই-খাস' ছাড়া কদম রাখলো আর এতে পথ উন্মুক্তই হয়নি। (অর্থাৎ কাশ্ফ অর্জন হয়নি)। বা কোন রোগ যেমন- অহংকার বা অহমিকার সৃষ্টি হয়েছে তবে ব অবস্থানে হবে। এতে কোন পরিবর্তন আসবে না। শয়তান তার পীর হবে না। আর মুত্তাকির গুণ বাকী থাকলে তবে তিনি কল্যাণ (ফালাহ) এর উপর থাকবে।

৫। যদি এতে গর্ববোধ ও অহমিকার প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়, তবে কল্যাণের উপর থাকে নি। আর অহমিকার ফলে ও আত্মীয়ার বিভ্রান্তিতে শয়তানের মুরিদও হবে।

৬। যদি পথ উন্মুক্ত হয় (কাশ্ফ অর্জিত হয়) তবে যতক্ষণ পীর-ই-ইসাল' এর হাতে বায়'আত-ই-ইরাদত হবে না, বিপথগামী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এ পীর তিন ব্যক্তির পীর শয়তান হবে। যদিও বাহ্যিক কোন অযোগ্য পীর বা শুধু শায়খ-ই-ইত্তিসাল এর মুরিদ বা স্বয়ং পীর হন না কেন।

৭। হাঁ। খোদায়ী আকর্ষণ বা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যদি তার প্রতি হয় অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ যদি তার জামিন হন তবে তরীকত পথের সব বিপদ হতে মুক্ত। তার পীর স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

আল্হামদুলিল্লাহ। এটা এমন সুন্দর ও মহত বিশ্লেষণ যে, যা এ কয়টি পৃষ্ঠা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে অন্য একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলো, যার একটি সংক্ষিপ্ত জবাবও তখন লেখা হয়েছিলো। বিশবছর পর যখন একই প্রশ্ন আবার উত্থাপন হলো এটা তার বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনায় লেখা হলো। এটা লেখার সময় অধমের কলম পরাক্রমশালী প্রভুর মদদ্ দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَاَكْمَلُ السَّلَامِ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'ফাতাওয়া-ই-আফ্রিকা' হতে অনূদিত।

-o-

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। জা'আল হক (১)	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী
২। জা'আল হক (২)	"
৩। জা'আল হক (৩)	"
৪। আউলিয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৫। দরসুল কুরআন	"
৬। সালতানতে মুস্তফা	"
৭। ইলমুল কুরআন	"
৮। অপব্যাখ্যার জবাব	"
৯। হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রাঃ)	"
১০। বিশ্বনবী নূরের রবী	"
১১। ইসলামী জিন্দেগী	"
১২। ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১৩। মাতা-পিতার হক	"
১৪। তাজিমী সিজদা	"
১৫। পীর মুরীদ ও বায়আত	"
১৬। আল-অজিফাতু কারীমা	"
১৭। বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী
১৮। কানুনে শরীয়ত	মুফতি শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৯। কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
২০। যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
২১। আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
২২। ইসলামের বাস্তব কাহিনী (১)	আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর
২৩। ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২)	"
২৪। ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৩)	"
২৫। ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৪)	"
২৬। ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৫)	"
২৭। ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৬)	"
২৮। ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৭)	"
২৯। গ্রন্থ পরিচিতি	মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
৩০। হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস	"
৩১। সাত মাসায়েলের সমাধান	হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী
৩২। কসীদায়ে বোরদা	আল্লামা বুছরী
৩৩। খাজা গরীবে নেওয়াজ	মাওলানা আবদুর রশীদ
৩৪। মুমীন কে?	আল্লামা ড. তাহেরুল কাদেরী
৩৫। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে সাহার্য্য প্রার্থনা	"
৩৬। ইছাল ছওয়াব	"
৩৭। জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)	"
৩৮। গাউসুল আযম	শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী
৩৯। খুতবাতে ইবনে নাবাতা	হযরত আল্লামা ইবনে নাবাতা
৪০। হামদে খোদা ও নাতে রসূল	মাওলানা মোহাম্মদ আলী
৪১। মিলাদে মোস্তফা	মোহাম্মদ ইকবাল

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

হাদিয়া ঃ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র